অন্ত্য-লীলা

নবম পরিচ্ছেদ

অগণ্যধন্যচৈতন্য-গণানাং প্রেমবন্যয়া।
নিন্যেহধন্যজন-স্বান্ত-মরুঃ শশ্বদনূপতাম্॥ ১

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণহৃদয়॥ ১
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় জয় দয়াময়।
জয় গৌরভক্তগণ সর্ব্বরসময়॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অগণ্যা গণনাতীতা অথচ ধন্যা যে চৈতন্যগণা স্তেষাং প্রেমবন্যয়া কর্ত্র্যা অধন্যজনস্বান্তমরুঃ অধমলোক-চিত্তরূপ-নিরুদকদেশঃ শশ্বন্নিরন্তরং অনূপতাং জলবহুলদেশতাং নিন্যে। জলপ্রায়মনূপং স্যাদিতি চামরঃ। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্ত্যলীলার এই নবম পরিচ্ছেদে শ্রীগোপীনাথ-পট্টনায়কোদ্ধার-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। অগণ্যধন্যচৈতন্য-গণানাং (শ্রীচৈতন্যের অসংখ্য-পতিত-পাবন ভক্তগণের) প্রেমবন্যয়া (প্রেমবন্যা দ্বারা) অধন্য-জন-স্বান্তমরুঃ (পতিত-জনগণের অন্তঃকরণরূপ মরুভূমি) শশ্বৎ (নিরন্তর) অনূপতাং (জল-বহুল-স্থানত্ব) নিন্যে (প্রাপ্ত হইয়াছে)।

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যের অসংখ্য ধন্য (পতিত-পাবন) ভক্তগণের প্রেমবন্যা অধন্য (পাতত) জনগণের অন্তঃকরণরূপ মরুভূমিকে নিরন্তর জলবহুল-স্থানত্ব প্রাপ্ত করাইয়াছে—আপ্লাবিত করিয়াছে। ১

পরম-করুণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত অসংখ্য; তাঁহাদের প্রত্যেকেই ধন্য—পতিতবাবন, প্রত্যেকেই পরম-প্রেমিক, পরম-রসিক। প্রবল-বন্যা প্রবাহিত হইয়া সময় সময় যেমন মরুভূমিকেও ভাসাইয়া ডুবাইয়া ফেলে, তদ্রূপ তাঁহাদের প্রত্যেকেই প্রেমের বন্যা বহাইয়া পতিত-অধম জনগণের শুষ্ক নীরস চিত্তকে সরস—প্রেম-পরিপ্লুত করিয়াছেন।

অগণ্য-ধন্য-চৈতন্যগণানাং—অগণ্য (গণনাতীত—অসংখ্য) এবং ধন্য (পতিত-পাবন) চৈতন্যের (শ্রীচৈতন্যদেবের) গণসমূহের (ভক্তগণের) **প্রেমবন্যয়া**—প্রেমের বন্যা দ্বারা, যে বন্যায় জলের প্রবাহের পরিবর্ত্তে কেবল কৃষ্ণপ্রেমের প্রবাহ চারিদিকে ছুটিতে থাকে, তদ্দ্বারা **অধন্য-জন-স্বান্তমরুঃ**—অধন্য (পতিত—সংসার কূপে পতিত) জনসমূহের স্বান্ত (অন্তঃকরণ)-রূপ মরু (জলকণাশূন্য বালুকাময় অত্যুত্তপ্ত স্থানবিশেষ); [কৃষ্ণপ্রেমে হৃদয় স্নিগ্ধ হয়, সরস হয়; যে চিত্তে প্রেম নাই, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উন্মুখতাও নাই, তাহাকেই জলকণারও অস্তিত্বশূন্য মরুভূমি-তুল্য বলা হইয়াছে। এতাদৃশ মরুভূমিতুল্য ভক্তিকণালেশশূন্য চিত্তও ভক্তগণের প্রেমবন্যা দ্বারা] **শশ্বৎ**—নিরন্তর **অনূপতাং**—জলবহুলস্থানতা (যে স্থানে খুব বেশী জল থাকে, তাহাকে অনূপ বলে; তাহার ভাব) প্রাপ্ত হইয়াছে। অভক্ত পতিতদের চিত্তও প্রেমে পরিপ্লাবিত হইয়াছে।

২। **সর্ব্বরসময়**—শান্তদাস্যাদি পঞ্চ মুখ্যরস এবং হাস্যাদ্ভুতাদি সপ্তগৌণরসের সমাবেশ আছে যাঁহাদের মধ্যে।

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে।
নীলাচলে বাস করে কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে ॥ ৩
অন্তরে-বাহিরে কৃষ্ণবিরহ-তরঙ্গ।
নানাভাবে ব্যাকুল প্রভুর মন আর অঙ্গ ॥ ৪
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন জগন্নাথ-দরশন।
রাত্র্যে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন ॥ ৫
ত্রিজগতের লোক আসি করে দরশন।
যেই দেখে সে-ই পায় কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ৬
মনুষ্যের বেশে দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
সপ্তপাতালের যত দৈত্য-বিষধর ॥ ৭
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে বৈসে যতজন।
নানাবেশে আসি করে প্রভুর দর্শন ॥ ৮
প্রহ্লাদ, বলি, ব্যাস-শুক-আদি মুনিগণ।
প্রভু আসি দেখে, প্রেমে হয় অচেতন ॥ ৯
বাহিরে ফুকারে লোক দর্শন না পাঞা।
'কৃষ্ণ কহ' বোলে প্রভু বাহির হইয়া ॥ ১০
প্রভুর দর্শনে সব লোকে প্রেমে ভাসে।
এইমত যায় প্রভুর রাত্রি-দিবসে ॥ ১১
একদিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল—
গোপীনাথকে বড়জানা চাঙ্গে চঢ়াইল ॥ ১২
তলে খড়্গ পাতি তার উপরে ডারি দিবে।
প্রভু রক্ষা করেন যবে, তবে নিস্তারিবে ॥ ১৩
সবংশে তোমার সেবক—ভবানন্দ রায়।
তার পুত্র তোমার সেবক, রাখিতে জুয়ায় ॥ ১৪
প্রভু কহে—রাজা কেনে করয়ে তাড়ন ?।
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ— ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩। **কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে**—কৃষ্ণপ্রেমের বৈচিত্রী-আস্বাদনের আনন্দে।

৪। **অন্তরে বাহিরে**—অন্তরে (মনে) এবং বাহিরে (দেহে); অন্তরে কৃষ্ণবিরহে মোহনাদি ভাবের এবং বাহিরে দেহে তাহাদের পরিচায়ক অনুভাবাদির প্রকাশ। **কৃষ্ণ-বিরহ-তরঙ্গ**—কৃষ্ণবিরহে যে সমস্ত ভাবের উদয় হয়, সে সমস্ত ভাবের বৈচিত্রী। **নানাভাবে**—কৃষ্ণবিরহে শ্রীমতীর মনে যে সমস্ত ভাবের উদয় হইয়াছিল, রাধাভাবে বিভাবিত প্রভুর চিত্তেও সেই সমস্ত ভাবের উদয় হইয়াছিল। **মন আর অঙ্গ**—বিরহজনিত দিব্যোন্মাদাদি ভাবের পীড়নে প্রভুর মন এবং সেই সমস্ত ভাবের কৃশতা-মলিনতা-চিত্রজল্লাদি বাহ্যিক অনুভাবে প্রভুর দেহ পীড়িত হইতেছিল।

৫। **রায়**—রামানন্দ রায়। **স্বরূপ**—স্বরূপদামোদর। **রস আস্বাদন**—কৃষ্ণলীলারসের আস্বাদন।

৬। **ত্রিজগতের**—স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন জগতের। **করে দরশন**—মহাপ্রভুকে দর্শন করে। ত্রিজগতের লোক কিরূপে আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে বলা হইয়াছে।

৭। **মনুষ্যের বেশে**—ত্রিজগতের লোক মনুষ্যের বেশ ধরিয়া নীলাচলে আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন। **সপ্ত পাতাল**—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল—এই সপ্তপাতাল।

দৈত্য—অসুর। **বিষধর**—সর্প।

৮। **সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে**—৩।২।৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১০। **ফুকারে**—উচ্চ শব্দ করে, চীৎকার করে, দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠায়।

১২। **নিবেদিল**—বলিল; কি বলিল তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে ব্যক্ত আছে। **গোপীনাথ**—ইনি রামানন্দরায়ের ভাই এবং রায়-ভবানন্দের পুত্র। **বড়জানা**—জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র; রাজা প্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। এই রাজপুত্রের নাম ছিল পুরুষোত্তম জানা (৩।৯।৭৭ পয়ার দ্রষ্টব্য)। **চাঙ্গে**—মঞ্চের উপরে, বধ করার নিমিত্ত।

১৩। **তার উপরে ডারি দিবে**—মঞ্চের উপর হইতে গোপীনাথকে নিম্নস্থিত খড়্গের উপরে ফেলিয়া দিবে।

১৪। **রাখিতে জুয়ায়**—গোপীনাথকে রক্ষা করা প্রভুর উচিত। গোপীনাথের রক্ষার নিমিত্ত প্রভুকে অনুনয় করিল।

১৫। **করয়ে তাড়ন**—যন্ত্রণা দেয়; মঞ্চে উঠায়।

সর্ব্বকাল হয় তেঁহো রাজবিষয়ী।
গোপীনাথপট্টনায়ক—রামরায়ের ভাই ॥ ১৬
মালজাঠ্যাদণ্ডপাটে তাঁর অধিকার।
সাধি পাড়ি আনি দ্রব্য দিল রাজদ্বার ॥ ১৭
দুইলক্ষ কাহণ তাঁর ঠাঁই বাকী হৈল।
দুইলক্ষ কাহণ তাঁরে রাজা ত মাগিল ॥ ১৮
তেঁহো কহে—স্থূলদ্রব্য নাহি, যে গণিয়া দিব।
ক্রমে ক্রমে বিকি-কিনি দ্রব্য ভরিব ॥ ১৯
ঘোড়া দশ বার হয়, লেহ মূল্য করি।
এত বলি ঘোড়া আনি রাজদ্বারে ধরি ॥ ২০
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে।
তারে পাঠাইল রাজা পাত্রমিত্রসনে ॥ ২১
সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাইয়া।
গোপীনাথের ক্রোধ হৈল মূল্য শুনিয়া ॥ ২২
সেই রাজপুত্রের স্বভাব—গ্রীবা ফিরায়।
উচ্চমুখে বারবার ইতিউতি চায় ॥ ২৩
তারে নিন্দা করি কহে সগর্ব্ব বচনে।
রাজা কৃপা করে, তাতে ভয় নাহি মানে ॥ ২৪
আমার ঘোড়া গ্রীবা না ফিরায় উর্দ্ধে নাহি চায়।
তাতে ঘোড়ার ঘাটি মূল্য করিতে না জুয়ায় ॥২৫
শুনি রাজপুত্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
রাজার ঠাঁই যাই বহু লাগানি করিল—॥২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৬। **তেঁহো**—গোপীনাথ।

রাজবিষয়ী—রাজার বিষয়-রক্ষক ; রাজকর্ম্মচারী।

১৭। **মালজাঠ্যা** ইত্যাদি—তিনি রাজা-প্রতাপরুদ্রের অধীনে মালজাঠ্যাদণ্ডপাটনামক দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। **সাধি পাড়ি**—ঐ দেশের রাজকরাদি আদায় করিয়া। **রাজদ্বারে**—রাজসরকারে।

১৯। **তেঁহো কহে** ইত্যাদি—রাজা যখন টাকা চাহিলেন, তখন গোপীনাথ বলিলেন,—"আমার নিকটে এমন নগদ টাকা নাই যে, এক্ষণেই দুইলক্ষ কাহন গণিয়া দিয়া দেনা শোধ করিতে পারি। তবে কিছুদিন সময় দিলে ক্রমে ক্রমে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া দেনা শোধ করিতে পারিব।"

স্থূল দ্রব্য—নগদ টাকা। শেষ পয়ারার্দ্ধের স্থলে—"ক্রমে বেচিকিনি তবে আনিঞা ভরিব"—এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

২০। **ঘোড়া দশ বার হয়**—আমার দশ বারটী ঘোড়া আছে।

২১। **পাত্রমিত্র**—উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী।

২২। **ঘাটাইয়া**—কমাইয়া ; ঘোড়ার যাহা উপযুক্ত মূল্য, তাহা অপেক্ষা কম করিয়া।

২৩। **গ্রীবা**—ঘাড়। **উচ্চমুখে**—মুখ উচা করিয়া। **ইতিউতি**—এদিক্ ওদিক্।

২৪। **তারে**—রাজপুত্রকে। **রাজা কৃপা করে** ইত্যাদি—গোপীনাথের প্রতি রাজা-প্রতাপরুদ্রের যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে বলিয়া রাজপুত্রের নিন্দা করিতে তিনি ভয় পাইলেন না।

২৫। গোপীনাথ কি বলিয়া রাজপুত্রের নিন্দা করিলেন, তাহা বলিতেছেন।

গ্রীবা না ফিরায়—"রাজপুত্র! আমার ঘোড়া তো ঘাড় ফিরায় না।" বাহিরে একথা বলিলেন, কিন্তু গোপীনাথ মনে মনে বলিলেন "তোমার মত ঘাড় ফিরায় না।" **উর্দ্ধে নাহি চায়**—মুখ উচা করিয়া থাকে না (তোমার মতন)। **ঘাটি মূল্য**—কম মূল্য।

২৬। **শুনি**—গোপীনাথের মুখে নিজের নিন্দা শুনিয়া।

রাজার ঠাঁই—রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকটে। **বহু লাগানি করিল**—গোপীনাথের বিরুদ্ধে অনেক অতিরঞ্জিত কথা বলিল।

কৌড়ি নাহি দিবে এই বেড়ায় ছদ্ম করি।
আজ্ঞা দেহ যদি, চাঙ্গে চঢ়াই লই কৌড়ি॥ ২৭
রাজা বোলে যেই ভাল, সেই কর যায়।
যে উপায়ে কৌড়ি পাই কর সে উপায়॥ ২৮
রাজপুত্র আসি তবে চাঙ্গে চঢ়াইল।
খড়গ-উপর পেলাইতে তলে খড়গ পাতিল॥ ২৯
শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয়রোষ—।
রাজকৌড়ি দিবার নহে রাজার কি দোষ? ৩০

রাজার বিলাত সাধি খায়, নাহি রাজভয়।
দারী নাটুয়াকে দিয়া করে নানা ব্যয়॥ ৩১
যেই চতুর সে-ই করুক রাজবিষয়।
রাজদ্রব্য শোধি পায়—তাহা করে ব্যয়॥ ৩২
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
'বাণীনাথাদি সবংশে লৈগেল বান্ধিয়া॥' ৩৩
প্রভু কহে—রাজা আপন লেখার দ্রব্য লৈব।
আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, তাহে কি করিব?॥—৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৭। এই পয়ার গোপীনাথ-সম্বন্ধে রাজার নিকটে বড়জানার উক্তি।

এই—গোপীনাথ-পট্টনায়ক। **ছদ্ম করি**—আত্মগোপন করিয়া। এই কথার ধ্বনি এই যে, গোপীনাথ ইচ্ছা করিলে এখনই টাকা দিতে পারে; কিন্তু কিছুই না দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক্ষণে তাহার অর্থাভাব জ্ঞাপন করিতেছে। **চাঙ্গে চঢ়াই**—চাঙ্গে চঢ়াইলে প্রাণের ভয়ে টাকা দিয়া ফেলিবে।

গোপীনাথকে চাঙ্গে চঢ়াইবার নিমিত্ত বড়জানা রাজার আদেশ প্রার্থনা করিলেন।

২৮। **যেই ভাল**—টাকা আদায়ের নিমিত্ত যাহা ভাল মনে কর। **সেই কর যায়**—তুমি যাইয়া তাহাই কর।

২৯। **পেলাইতে**—ফেলিবার উদ্দেশ্যে।

"সর্ব্বকাল হয় তেঁহো রাজবিষয়ী" হইতে এই পয়ার পর্য্যন্ত প্রভুর নিকটে গোপীনাথের পক্ষীয় লোকের উক্তি। এই কয় পয়ারে গোপীনাথের চাঙ্গে চড়া সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ বলা হইল।

৩০। **প্রণয়-রোষ**—৩৭।৮৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

রাজার কি দোষ—প্রভু বলিলেন, রাজার ন্যায্য প্রাপ্য দেয় নাই বলিয়া রাজা গোপীনাথকে নির্য্যাতন করিতেছেন, তাহাতে রাজার কি দোষ? কোনও দোষই নাই।

৩১। **রাজার বিলাত**—প্রজার নিকট হইতে রাজার প্রাপ্য বাকী খাজনাদি। **সাধি খায়**—আদায় করিয়া নিজে খায়। **দারী**—পরস্ত্রী। **নাটুয়া**—নর্ত্তকাদি।

৩২। **চতুর**—চালাক, বুদ্ধিমান্। প্রজার নিকট হইতে খাজনাদি আদায় করিয়া তাহা হইতে রাজার প্রাপ্য টাকা শোধ না করিয়া সমস্ত টাকা নিজের ভোগবিলাসে ব্যয় করা চতুরতার লক্ষণ নহে। **রাজবিষয়**—রাজার বিষয়-কর্ম্মের ভার গ্রহণ; দেশ-বিশেষের শাসনকর্ত্তৃত্ব। **রাজদ্রব্য শোধি পায়**—রাজার প্রাপ্য টাকা শোধ করিয়া যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে। **তাহা করে ব্যয়**—নিজের ভোগের নিমিত্ত তাহা ব্যয় করে।

রাজার প্রাপ্য আগে শোধ করিয়া যাহা থাকে, তাহাই যে ব্যক্তি নিজের জন্য ব্যয় করে, তদতিরিক্ত কিছু যে ব্যক্তি নিজের জন্য ব্যয় করে না, সেই ব্যক্তিই চতুর।

৩৩। **হেন কালে**—যে সময়ে প্রভু পূর্ব্বপয়ারোক্ত কথা বলিলেন, তখন। **আর লোক**—গোপীনাথের পক্ষীয় অপর একজন লোক। **বাণীনাথাদি**—দ্বিতীয় লোক আসিয়া প্রভুকে জানাইল যে, গোপীনাথকে তো চাঙ্গে চঢ়াইয়াছেই, তার উপর আবার গোপীনাথের ভাই বাণীনাথ প্রভৃতি তাঁহাদের বংশের সকলকে রাজা বান্ধিয়া লইয়া গিয়াছেন। **লৈ গেল**—লইয়া গেল।

৩৪। **লেখার দ্রব্য**—যে সর্ত্তে গোপীনাথকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে, সেই লিখিত সর্ত্তানুসারে রাজার যাহা প্রাপ্য, তাহা। **বিরক্ত**—নিষ্কিঞ্চন।

তবে স্বরূপাদি যত প্রভুর ভক্তগণ।
প্রভুর চরণে সবে কৈল নিবেদন—॥ ৩৫
রামানন্দরায়ের গোষ্ঠী—তোমার সব দাস।
তোমাকে উচিত নহে ঐছন উদাস॥ ৩৬
শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধবচনে—।
মোরে আজ্ঞা দেহ সভে, যাঙ রাজস্থানে॥ ৩৭
তোমাসভার এই মত—রাজার ঠাঞি যাঞা।
কৌড়ি মাগি লঙ্, মুঞি আঁচল পাতিয়া॥ ৩৮
পাঁচগণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী-ব্রাহ্মণ।
মাগিলে বা কেনে দিবে দুইলক্ষ কাহণ॥ ৩৯
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
'খড়েগাপরি গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া॥' ৪০
শুনি প্রভুর গণ প্রভুকে করে অনুনয়।
প্রভু কহে—আমি ভিক্ষুক, আমা হৈতে কিছু নয়॥ ৪১
তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সভার মনে।
সভে মিলি জানাহ জগন্নাথের চরণে॥ ৪২
ঈশ্বর জগন্নাথ—যাঁর হাতে সর্ব্ব অর্থ।
কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ॥ ৪৩
ইহাঁ যদি মহাপ্রভু এতেক কহিল—।
হরিচন্দন পাত্র যাই রাজারে কহিল—॥ ৪৪
গোপীনাথ পট্টনায়ক—সেবক তোমার।
সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার॥ ৪৫
বিশেষে তাহার ঠাঞি কৌড়ি বাকী হয়।
প্রাণ লৈলে কিবা লাভ, নিজধনক্ষয়॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৫। **স্বরূপাদি**—স্বরূপদামোদর প্রভৃতি প্রভুর পার্ষদগণ।

কৈল নিবেদন—পরবর্ত্তী পয়ারে তাঁহাদের নিবেদন ব্যক্ত আছে।

৩৬। **তোমার সব দাস**—সকলেই তোমার দাস। **ঐছন উদাস**—এইরূপ ঔদাস্য।

৩৭। **সক্রোধ বচন**—ক্রোধের সহিত বলিতে লাগিলেন। বৈষয়িক ব্যাপারে গোপীনাথের সাহায্য করার নিমিত্ত প্রভুকে অনুরোধ করায় প্রভু ক্রুদ্ধ হইলেন। কারণ, উপস্থিত বিপদে লৌকিক উপায়ে গোপীনাথের রক্ষা করিতে হইলে, রাজার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হইবে; কিন্তু রাজার অনুগ্রহ প্রার্থনা করা, বিশেষতঃ বৈষয়িক ব্যাপারে—সন্ন্যাসীর আশ্রমোচিত কর্ম্ম নহে; ইহা বরং সন্ন্যাসাশ্রমের বিরোধী, তাই প্রভু ক্রুদ্ধ হইলেন। **যাঙ**—যাই। **রাজস্থানে**—রাজার নিকটে, গোপীনাথের নিমিত্ত রাজার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্যে।

"মোরে আজ্ঞা দেহ" হইতে "মাগিলে বা কেনে" ইত্যাদি পর্য্যন্ত ৩৭-৩৯ পয়ার প্রভুর সক্রোধ-বচন।

৪০। **খড়েগাপরি** ইত্যাদি—ইহা, যে লোকটী আসিয়াছিল, তাহার উক্তি। **দিতেছে ডারিয়া**—ফেলিয়া দিতেছে।

৪১। **আমি ভিক্ষুক**—প্রভু বলিলেন—"আমি ভিক্ষুক মাত্র, ভিক্ষুকের কথা রাজা শুনিবেনই বা কেন? সুতরাং আমাদ্বারা কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নাই।" ইহা প্রভুর বাহিরের কথা; এই উক্তির ধ্বনি বোধ হয় এই যে—সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজার অনুগ্রহ প্রার্থনা সঙ্গত নহে।

৪৩। **কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা** ইত্যাদি—জগন্নাথ ঈশ্বর; তাই যাহা ইচ্ছা, তাহাই তিনি করিতে সমর্থ; যাহা করিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই, তাহাও তিনি না করিতে পারেন, এজন্য কাহারও নিকটে তাঁহাকে জবাবদিহি করিতে হয় না; আবার যাহা একবার করেন, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যরূপ করিতেও তিনি সমর্থ। **কর্ত্তুম্**—করিতে। **অকর্ত্তুম্**—না করিতে। **অন্যথা**—অন্যরূপ।

৪৪। **হরিচন্দন পাত্র**—জগন্নাথের সেবক। পরম-কৃপালু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণাতেই হরিচরণপাত্র রাজার নিকটে গেলেন।

৪৫। **নহে ব্যবহার**—রাজার উপযুক্ত আচরণ নহে।

৪৬। **নিজ ধনক্ষয়**—টাকা আদায় হইবে না বলিয়া নিজেরই অর্থ-হানি।

যথার্থমূল্যে ঘোড়া লেহ, যেবা বাকী হয়।
ক্রমে ক্রমে দিবে, ব্যর্থ প্রাণ কেনে লয়? ॥ ৪৭

রাজা কহে—এই বাত আমি নাহি জানি।
প্রাণ কেনে নিব তার দ্রব্য চাহি আমি ॥ ৪৮

তুমি যাই কর যেই সর্ব্বসমাধান।
দ্রব্য যৈছে আইসে, আর রহে তার প্রাণ ॥ ৪৯

তবে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল।
চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে শীঘ্র নাম্বাইল ॥ ৫০

দ্রব্য দেহ রাজা মাগে, উপায় পুছিল।
'যথার্থমূল্যে ঘোড়া লেহ' তেঁহো ত কহিল—॥৫১

ক্রমে ক্রমে দিব সব আর যত পারি।
অবিচারে প্রাণ লহ কি বলিতে পারি? ॥ ৫২

যথার্থ মূল্য করি তবে সব ঘোড়া লৈল।
আর দ্রব্যের মুদ্দতি করি ঘরে পাঠাইল ॥ ৫৩

এথা প্রভু সেই মনুষ্যেরে প্রশ্ন কৈল—।
বাণীনাথ কি করে, যবে বান্ধিয়া আনিল? ॥ ৫৪

সে কহে—বাণীনাথ নির্ভয়ে লয় কৃষ্ণনাম।
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' কহে অবিশ্রাম ॥ ৫৫

সংখ্যা লাগি দুইহাতে অঙ্গুলিতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা ॥ ৫৬

শুনি মহাপ্রভুর হৈল পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপাছন্দবন্দ ॥ ৫৭

হেনকালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভুস্থানে।
প্রভু তারে কহে কিছু সোদ্বেগবচনে—॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৭। **ব্যর্থ প্রাণ কেনে লয়**—তাহাকে অনর্থক বধ কর কেন? ব্যর্থ শব্দের সার্থকতা এই যে, গোপীনাথের প্রাণবধ করিলে তোমার টাকা আদায় হইবে না, সুতরাং তোমার কোনও লাভ হইবে না, বরং দুইলক্ষ কাহনই ক্ষতি।

৪৮। **এই বাত**—গোপীনাথের প্রাণ বধ করার কথা। **দ্রব্য চাহি আমি**—আমি চাই আমার টাকা; তাহার প্রাণ বধ করিয়া আমার কি লাভ?

৪৯। **যেই সর্ব্বসমাধান**—যাহাতে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হয়; যাহাতে আমার টাকাও আমি পাইতে পারি, আর গোপীনাথও প্রাণে বাঁচিতে পারে।

৫০। **জানারে**—রাজপুত্রকে। **নাম্বাইল**—নামাইল।

৫১। **দ্রব্য দেহ** ইত্যাদি—চাঙ্গ হইতে নামাইয়া গোপীনাথকে রাজার নিকট আনা হইয়াছিল। রাজা গোপীনাথকে বলিলেন—"আমার টাকা দাও; কিরূপে টাকা দিতে পারিবে, বল।" **উপায় পুছিল**—কিরূপে টাকা দিতে পারিবে, রাজা গোপীনাথকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। **তেঁহো**—গোপীনাথ পট্টনায়ক।

৫৩। **মুদ্দতি করি**—ম্যাদ করিয়া; কতদিনের মধ্যে বাকী টাকা দিবে, তাহা স্থির করিয়া।

৫৪। **সেই মনুষ্যেরে**—গোপীনাথের সংবাদ লইয়া যে লোক আসিয়াছিল, তাহাকে। **প্রশ্ন করিল**—জিজ্ঞাসা করিল।

৫৬। **সংখ্যা লাগি** ইত্যাদি—দুই হাতের আঙ্গুলের রেখায় নামের সংখ্যা রাখেন। ডাইন হাতের অঙ্গুলিপর্ব্বে দশ সংখ্যা এবং বাম হাতের অঙ্গুলিপর্ব্বে শত-সংখ্যা রাখেন। **সহস্রাদি**—একশত নাম করা হইলে অঙ্গে একটী রেখা কাটেন, এইরূপ দশটী রেখা কাটা হইলে একসহস্র নাম হয়।

৫৭। **কৃপাছন্দবন্দ**—কৃপার ভঙ্গী। প্রভুর কৃপা-ভঙ্গীটী এই:—প্রকাশ্যে গোপীনাথের বিপদে প্রভু উদাসীনতা দেখাইলেন, কিন্তু ভিতরে প্রভুর চিত্ত করুণায় বিগলিত হইতেছিল; তাই প্রেরণাদ্বারা হরিচন্দনকে রাজার নিকট পাঠাইলেন, গোপীনাথকে মঞ্চ হইতে উদ্ধার করিলেন; সর্ব্বোপরি বৈষয়িক বিপদে বাণীনাথাদির স্থিরতা এবং তাঁহাদের ভজন-নিষ্ঠ প্রকটিত করিলেন।

ইহাঁ রহিতে নারি আমি, যাব আলালনাথ।
নানা উপদ্রবে ইহাঁ না পাই সোয়াথ॥ ৫৯
ভবানন্দরায়ের গোষ্ঠী করে রাজবিষয়।
নানাপ্রকারে করে রাজদ্রব্য ব্যয়॥ ৬০
রাজার কি দোষ, রাজা নিজদ্রব্য চায়।
দিতে নারে দ্রব্য, দণ্ড আমারে জানায়॥ ৬১
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল।
চারিবার লোক আসি আমা জানাইল॥ ৬২
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জনেতে বসি।
আমাকে দুঃখ দেন, নিজদুঃখ কহি আসি॥ ৬৩
আজি তারে জগন্নাথ করিল রক্ষণ।
কালি কে রাখিবে, যদি না দিবে রাজধন? ৬৪
বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন।
তাহে ইহাঁ রহি আমার নাহি প্রয়োজন॥ ৬৫
কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে—।
তুমি কেন এই বাতে ক্ষোভ কর মনে?॥ ৬৬
সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কার সনে সম্বন্ধ?।
ব্যবহার-লাগি তোমা ভজে সেই জ্ঞান-অন্ধ॥ ৬৭
তোমার ভজনফল—তোমাতে প্রেমধন।
বিষয় লাগি তোমায় ভজে, সে-ই মূর্খজন॥ ৬৮
তোমালাগি রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈল।
তোমালাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল॥ ৬৯
তোমালাগি রঘুনাথ সকল ছাড়ি আইল।
এথাহো তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥ ৭০
তোমার চরণকৃপা হঞাছে তাহারে॥
ছত্রে মাগি খায়, বিষয় স্পর্শ নাহি করে॥ ৭১
রামানন্দের ভাই—গোপীনাথ মহাশয়।
তোমা হৈতে বিষয়-বাঞ্ছা তার ইচ্ছা নয়॥ ৭২
তার দুঃখ দেখি তার সেবকাদিগণ।
তোমাকে জানাইল, যাতে অনন্যশরণ॥ ৭৩
সে-ই শুদ্ধ ভক্ত—তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখদুঃখে হয় ভোগভোগী॥ ৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৯। **ইহাঁ**—নীলাচলে। **সোয়াথ**—স্বস্তি; শান্তি।

৬০। **ভবানন্দের গোষ্ঠী**—রায় ভবানন্দের পুত্রাদি। **রাজ-বিষয়**—রাজার বিষয়-কার্য্য। **রাজদ্রব্য**—রাজার টাকা পয়সাদি।

৬১। **দণ্ড আমারে জানায়**—রাজার প্রদত্ত শাস্তির কথা আমাকে জানায়, তাতে আমার মনে অশান্তি জন্মায়।

৬৩। **আমাকে দুঃখ** ইত্যাদি—নিজের দুঃখের কথা জ্ঞাপন করিয়া আমাকে দুঃখ দেয়।

৬৫। **ক্ষুব্ধ হয়**—বিচলিত হয়; চঞ্চল হয়। **তাহে**—সেই জন্য।

৬৬। **বাতে**—কথায়।

৬৭। **ব্যবহার লাগি**—বৈষয়িক বস্তুর নিমিত্ত। **জ্ঞান-অন্ধ**—জ্ঞানবিষয়ে অন্ধ; অজ্ঞান।

বৈষয়িক বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভের নিমিত্ত, অথবা বৈষয়িক উন্নতি লাভের নিমিত্ত যে ব্যক্তি তোমাকে ভজন করে, সে নিতান্ত অজ্ঞ। ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই ভগবদ্ভজন করা সঙ্গত, ইহাই এই পয়ারের ধ্বনি।

৭০। **এথাহো**—এই স্থানেও; নীলাচলেও। **তাহার পিতা**—রঘুনাথের পিতা। **বিষয় পাঠাইল**—টাকা, ব্রাহ্মণ ও ভৃত্য পাঠাইল।

৭৩। **যাতে অনন্যশরণ**—তোমার চরণ ব্যতীত গোপীনাথের আর কোনও অবলম্বন নাই বলিয়া, তাঁহার সেবকেরাই নিজেদের ইচ্ছায় তাঁহার দুঃখের কথা তোমার চরণে নিবেদন করিয়াছে; গোপীনাথ তাহাদিগকে তোমার নিকটে পাঠায় নাই।

৭৪। এই পয়ারে শুদ্ধভক্তের লক্ষণ বলিতেছেন।

তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ ॥ ৭৫

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।৮) —
তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ২

এথা তুমি বসি রহ, কেনে যাবে আলালনাথ ?।
কেহো তোমা না শুনাবে বিষয়ের বাত ॥ ৭৬
যদি বা তোমার তারে রাখিতে হয় মন।
আজি যে রাখিল, সে-ই করিবে রক্ষণ ॥ ৭৭
এত বলি কাশীমিশ্র গেলা স্বমন্দিরে।
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইল তাঁর ঘরে ॥ ৭৮
প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়ম—।
যতদিন রহে তেঁহো শ্রীপুরুষোত্তম ॥ ৭৯

নিত্য আসি করে মিশ্রের পাদসংবাহন।
জগন্নাথের করে সেবার অভিনয় শ্রবণ ॥ ৮০
রাজা মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তাঁরে কিছু ভঙ্গীতে কহিলা—॥৮১
দেব ! শুন আর এক অপরূপ বাত।
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি যান আলালনাথ ॥ ৮২
শুনি রাজা দুঃখী হৈলা, পুছিল কারণ।
তবে মিশ্র কহে তাঁর সব বিবরণ ॥ ৮৩
গোপীনাথপট্টনায়কে যবে চাঙ্গে চঢ়াইলা।
তাঁর সেবক সব আসি প্রভুকে কহিলা ॥ ৮৪
শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈল বহুত ভর্ৎসন ॥ ৮৫
অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজবিষয়।
নানা অসৎপথে করে রাজদ্রব্য ব্যয় ॥ ৮৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আপনার সুখ দুঃখে ইত্যাদি—নিজের কর্ম্মফলেই জীবের সুখ বা দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়; যিনি প্রকৃত-ভক্ত, তিনি নিজের সুখের নিমিত্ত, কিম্বা দুঃখ-নিবৃত্তির নিমিত্ত ভগবান্‌কে ভজন করেন না; ভগবৎ-প্রীতির নিমিত্তই তিনি ভগবদ্-ভজন করেন, যখন যে দুঃখ বা সুখ আসিয়া উপস্থিত হয়, নির্ব্বিকার চিত্তে তিনি তাহা ভোগ করেন।

৭৫। **অনুকম্পা**—কৃপা। **অনুক্ষণ**—সর্ব্বদা। **অচিরাত**—শীঘ্র।

পরবর্ত্তী শ্লোকে শুদ্ধভক্তের লক্ষণ প্রকাশ করা হইয়াছে।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৬।২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে শুদ্ধভক্তের লক্ষণ বলা হইয়াছে।

৭৬। **বিষয়ের বাত**—বিষয়-বার্ত্তা।

৭৭। **তারে রাখিতে**—ভবানন্দের পুত্রাদিকে রক্ষা করিতে।

৭৯। **তিহেঁা**—কাশীমিশ্র। **শ্রীপুরুষোত্তম**—শ্রীনীলাচলে।

৮০। **সেবার অভিনয়**—শ্রীজগন্নাথের সেবা কি ভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে, সেই কথা। কোনও কোনও গ্রন্থে "সেবার ভিয়ান" পাঠান্তরও আছে; **ভিয়ান**—পারিপাট্য। আবার "কারুণ্য সেবা-বিধান" পাঠও আছে। **কারুণ্য**—জগন্নাথের করুণা। **সেবাবিধান**—জগন্নাথের সেবার নিয়ম; কিরূপে সেবা চলিতেছে, সেই সমস্ত কথা।

৮৬। **অজিতেন্দ্রিয়**—যিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করিতে পারেন নাই; কাম-ক্রোধ-লোভাদির বশীভূত ব্যক্তি। **অসৎপথে**—অন্যায় রকমে; "দারী নাটুয়াকে" দিয়া

ব্রহ্মস্ব-অধিক এই হয় রাজধন।
তাহা হরি ভোগ করে মহাপাপী জন ॥ ৮৭
রাজার বর্ত্তন খায়, আর চুরি করে।
রাজদণ্ডী হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥ ৮৮
নিজ কৌড়ি মাগে রাজা, নাহি করে দণ্ড।
রাজা মহাধার্ম্মিক, এই পাপী প্রচণ্ড ॥ ৮৯
রাজোচিত কৌড়ি না দেয় আমাকে ফুকারে।
এই মহাদুঃখ, ইহা কে সহিতে পারে ? ॥ ৯০
আলালনাথ যাই তাহাঁ নিশ্চিন্ত রহিব।
বিষয়ীর ভালমন্দ বার্ত্তা না শুনিব ॥ ৯১
এত শুনি কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা—।
সব দ্রব্য ছাড়োঁ, যদি প্রভু রহে এথা ॥ ৯২
একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দর্শন।
কোটিচিন্তামণিলাভ নহে তার সম ॥ ৯৩
কোন্ ছার পদার্থ এই দুইলক্ষ কাহণ।
প্রাণ রাজ্য করোঁ প্রভুপদে নির্ম্মঞ্ছন ॥ ৯৪
মিশ্র কহে—কৌড়ি ছাড়া নহে প্রভুর মন।
তারা দুঃখ পায়, এই না যায় সহন ॥ ৯৫
রাজা কহে তারে আমি দুঃখ নাহি দিয়ে।
চাঙ্গে চঢ়া খড়েগ ডারা আমি না জানিয়ে ॥ ৯৬
পুরুষোত্তমজানারে তেঁহো কৈল পরিহাস।
সেই জানা তারে দেখাইলা মিথ্যা-ত্রাস ॥ ৯৭
তুমি যাই প্রভুরে রাখহ যত্ন করি।
এই মুঞি তাঁহারে ছাড়িনু সব কৌড়ি ॥ ৯৮
মিশ্র কহে—কৌড়ি ছাড়া, নহে প্রভুর মনে।
কৌড়ি ছাড়িলে কদাচিৎ প্রভু দুঃখ মানে ॥ ৯৯
রাজা কহে—তাঁর লাগি কৌড়ি ছাড়ি, ইহা না কহিবা।
সহজে মোর প্রিয় তারা, ইহা জানাইবা ॥ ১০০
ভবানন্দরায় আমার পূজ্য গর্ব্বিত।
তাঁর পুত্রগণে আমার সহজেই প্রীত ॥ ১০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮৭। **ব্রহ্মস্ব**—ব্রাহ্মণের ধন। **রাজধন**—রাজার ধন। **তাহা হরি**—তাহা চুরি করিয়া।

৮৮। **বর্ত্তন**—বেতন; মাহিনা। **রাজদণ্ডী**—রাজার নিকটে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

৮৯। **পাপী প্রচণ্ড**—অত্যন্ত পাপী।

"প্রচণ্ড"-স্থলে কোনও গ্রন্থে "ভণ্ড" পাঠ আছে। রাজ-বিষয় করার যোগ্যতা নাই, অথচ রাজবিষয় করিয়া নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করে বলিয়া ভণ্ড বলা হইল।

৯০। **রাজোচিত কৌড়ি**—রাজার ন্যায্য প্রাপ্য টাকা। **আমাকে ফুকারে**—আমার নিকটে দুঃখের কথা জানায়।

৯২। **ব্যথা**—দুঃখ; প্রভু নীলাচল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন জানিয়া দুঃখ। **সব দ্রব্য ছাড়োঁ**—গোপীনাথের নিকটে যাহা প্রাপ্য আছে, তাহার সমস্তই ছাড়িয়া দিব।

৯৭। **পুরুষোত্তমজানা**—বড় রাজপুত্রের নাম পুরুষোত্তম। **কৈল পরিহাস**—ঠাট্টা করিয়াছে, "আমার ঘোড়া গ্রীবা না ফিরায় উর্দ্ধে নাহি চায়।" ইত্যাদি বলিয়া। **জানা**—রাজপুত্র। **মিথ্যা-ত্রাস**—মিথ্যা ভয়; বড়জানা গোপীনাথকে বাস্তবিক খড়্গে ফেলার ভয়মাত্র দেখাইয়াছিলেন।

৯৮। **তাঁহারে**—গোপীনাথ-পট্টনায়ককে।

৯৯। **কৌড়ি ছাড়িলে** ইত্যাদি—কদাচিৎ (কোনও সময়ে) গোপীনাথের নিকটে প্রাপ্য টাকা ছাড়িয়া দিলে প্রভু মনে দুঃখ পান; কারণ, প্রভু মনে করেন, প্রভুর অপেক্ষাতেই টাকা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

১০০। **তাঁর লাগি**—প্রভুর লাগি; প্রভুর মনের দিকে চাহিয়া। **না কহিবা**—প্রভুর নিকট বলিবেন না। **তারা**—ভবানন্দের গোষ্ঠী।

১০১। **গর্ব্বিত**—গৌরবের পাত্র; মাননীয়।

এত বলি মিশ্রে নমস্করি রাজা ঘরে গেলা।
গোপীনাথ-বড়জানায় ডাকিয়া আনিলা ॥ ১০২
রাজা কহে সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল।
সে মালজাঠ্যাদণ্ডপাট তোমারে ত দিল ॥ ১০৩
আরবার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হৈতে দিল তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন ॥ ১০৪
এত বলি নেতধটী তাঁরে পরাইল।
প্রভু আজ্ঞা লঞা যাহ—বিদায় তাঁরে দিল॥ ১০৫
পরমার্থে প্রভুর কৃপা, সেহো রহু দূরে।
অনন্ত তাহার ফল, কে বলিতে পারে? ॥ ১০৬
রাজ্যবিষয় ফল এই—কৃপার আভাসে।
তাহার গণনা কারো মনে নাহি আইসে ॥ ১০৭
কাহাঁ চাঙ্গে চঢ়াইয়া লয় ধনপ্রাণ।
কাহাঁ সব ছাড়ি সেই রাজ্য দিল দান ॥ ১০৮
কাহাঁ সর্ব্বস্ব বেচি লয়, দেয়া না যায় কৌড়ি।
কাহাঁ দ্বিগুণ বর্ত্তন, পরায় নেতধড়ী ॥ ১০৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০২। **গোপীনাথ-বড়-জানায়**—গোপীনাথকে এবং বড় জানাকে।

১০৫। **নেতধটী**—নেত্রধটী; নেত্র-শব্দের অপভ্রংশে "নেত।" নেত্রশব্দের এক অর্থ চক্ষু, আরও এক অর্থ 'জটা' (শব্দকল্পদ্রুম); এস্থলে "জটা"—অর্থই গ্রহণীয়। আর **ধটী**-শব্দের অর্থ "চীরবস্ত্র—ইতি মেদিনী।" তাহা হইলে নেত্রধটী শব্দের অর্থ হইল—নেত্রের (জটার বা মাথার চুলের) আবরক ধটী (বস্ত্রবিশেষ), মাথার পাগড়ীর মতন একটী জিনিস, শিরোপা। নেত্র-শব্দের চক্ষু অর্থ ধরিলে, নেত্রধটী—নেত্রের (চক্ষুর) উর্দ্ধদেশে (মস্তকে) স্থিত ধটী (বস্ত্রবিশেষ) অর্থাৎ পাগড়ীজাতীয় বস্ত্র, শিরোপা।

নেতধটী তারে পরাইল—গোপীনাথের মাথায় শিরোপা দিয়া রাজা তাঁহাকে মালজাঠ্যা-দণ্ডপাটের শাসন-কর্ত্তার পদে অভিষিক্ত করিলেন। নেতধটীই উক্ত পদে নিযুক্তির নিদর্শন এবং রাজা যে তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইলেন, তাহারও নিদর্শন। **প্রভু আজ্ঞা** ইত্যাদি—গোপীনাথকে রাজা নেতধটী পরাইয়া বলিলেন—"তুমি প্রভুর আদেশ লইয়া তারপর নিজকার্য্যে যাও।" ইহা বলিয়া রাজা তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

১০৬-৭। "পরমার্থ" হইতে "নাহি আইসে" পর্য্যন্ত দুই পয়ার।

পরমার্থ-বিষয়ে প্রভুর কৃপার ফল অনন্ত, অবর্ণনীয়; তাহার কথা দূরে থাকুক, বৈষয়িক ব্যাপারে প্রভুর কৃপায় আভাসেই যে ফল পাওয়া যায়, তাহারও কেহ সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারেনা।

পরমার্থে—পরমার্থ-বিষয়ে; ভজন-সম্বন্ধে। **রাজ্যবিষয়ফল**—বিষয়-ব্যাপারে প্রভুর কৃপার আভাসের ফল হইল রাজ্য (মালজাঠ্যাদণ্ডপাটের কর্ত্তৃত্ব) লাভ করা।

এই কৃপার আভাসে—পরমার্থ-ব্যাপারে যে কৃপার ফল অনন্ত, সেই কৃপার আভাসমাত্রে (কৃপার কথা তো দূরে, কৃপার আভাসেই, বৈষয়িক ব্যাপারে রাজ্যলাভ পর্য্যন্ত হইতে পারে)। পরবর্ত্তী ১১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তাহার গণনা**—বৈষয়িক ব্যাপারে প্রভুর কৃপার আভাসে যে ফল হয়, তাহার গণনা (পরিমাণ-নির্দ্ধারণ)। **মনে নাহি আইসে**—গণনার কথা তো দূরে, গণনা করার কথাও কাহারও মনে উদিত হয়না।

১০৮-৯। "কাঁহা চাঙ্গে" প্রভৃতি দুই পয়ারে প্রভুর কৃপার আভাসে গোপীনাথ-পট্টনায়কের কিরূপ বৈষয়িক লাভ হইয়াছে, তাহা বলিতেছেন।

কাঁহা—কোথায়। **ধনপ্রাণ**—ধন (রাজার প্রাপ্য টাকা) এবং (গোপীনাথের) প্রাণ। **সব ছাড়ি**—রাজার প্রাপ্য টাকা ছাড়িয়া দিয়া। **সেই রাজ্য**—যেই (মালজাঠ্যা-দণ্ড পাট-রূপ) রাজ্যের (কর-আদি) বাবতে গোপীনাথের নিকটে রাজার প্রাপ্য ছিল, সেই রাজ্য। অথবা সে-ই—যে (রাজা) চাঙ্গে চড়াইয়া ধন প্রাণ লয়, সেই রাজাই রাজ্য দান দিল। **সর্ব্বস্ব বেচি লয়**—গোপীনাথের নিজের বস্তিতে যাহা কিছু আছে, রাজা তাহার সমস্ত বিক্রয় করিয়া টাকা লয়েন। **দেয়া না যায় কৌড়ি**—সর্ব্বস্ব বেচিয়া লইলেও প্রাপ্য টাকা শোধ হয় না।

প্রভুর ইচ্ছা নাহি—তাঁরে কৌড়ি ছাড়াইব।
দ্বিগুণ বর্ত্তন করি পুন বিষয় তারে দিব ॥ ১১০
তথাপি তাঁর সেবক আসি কৈল নিবেদন।
তাতে ক্ষুব্ধ হৈল যবে মহাপ্রভুর মন ॥ ১১১
বিষয়সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল।
নিবেদনের প্রভাবে তভু ফলে এত ফল ॥ ১১২

কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য্য স্বভাব।
ব্রহ্মা-শিব আদি যার না পায় অন্তর্ভাব ॥ ১১৩
হেথা কাশীমিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
রাজার চরিত্র সব কৈল নিবেদনে ॥ ১১৪
প্রভু কহে—কাশীমিশ্র! কি তুমি করিলা?।
রাজপ্রতিগ্রহ তুমি আমারে করাইলা? ॥ ১১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দ্বিগুণ বর্ত্তন—পূর্ব্বে যে বেতন পাইতেন, তাহার দ্বিগুণ। **পরায় নেতধটী**—শিরোপা পরাইয়া বিশেষ সম্মান দেখাইলেন।

১১০। **প্রভুর ইচ্ছা নাহি**—গোপীনাথের নিকটে প্রাপ্য টাকা রাজা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিউন, তাঁহার বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিউন এবং মালজাঠ্যাদণ্ডপাট তাঁহাকে দিউন, প্রভুর ইহা ইচ্ছা ছিল না।

১১১। **তথাপি**—প্রভুর ইচ্ছা না থাকিলেও। **তাঁর সেবক**—গোপীনাথের সেবক। **কৈল নিবেদন**—গোপীনাথের অবস্থা প্রভুর চরণে নিবেদন করিল। **তাতে**—নিবেদন করায়। **ক্ষুব্ধ**—বিচলিত।

১১২। **মনোবল**—ইচ্ছা।

নিবেদনের প্রভাবে ইত্যাদি—যদিও গোপীনাথকে বিষয়-সুখ দিবার নিমিত্ত প্রভুর ইচ্ছা ছিল না, এবং যদিও গোপীনাথের সেবক আসিয়া গোপীনাথের রক্ষার নিমিত্ত প্রভুর চরণে নিবেদন করায় প্রভু অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি কিরূপে গোপীনাথ রক্ষা পাইলেন এবং তদুপরি দ্বিগুণ বেতন ও নেতধটী পাইলেন? তাহার হেতু বলিতেছেন এই যে, কেবল মাত্র প্রভুর চরণে নিবেদনের ফলেই গোপীনাথের এসব বৈষয়িক লাভ হইয়াছে। এসব বৈষয়িক বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাওয়ার নিমিত্ত এবং বৈষয়িক উন্নতি লাভ করার নিমিত্ত, প্রভুর পক্ষে কৃপা-প্রকাশের ইচ্ছারও প্রয়োজন হয় নাই,—এজন্য যে ব্যক্তি প্রভুর চরণে নিবেদন জানায়, তাহার এই নিবেদনের ফলেই সমস্ত লাভ হইতে পারে। (এই কারণেই "রাজ্য বিষয় ফল" ইত্যাদি পয়ারে প্রভুর "কৃপা" না বলিয়া "কৃপার আভাস" বলা হইয়াছে—পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৭ পয়ার দ্রষ্টব্য। যেহেতু, প্রভু কৃপা তো করেনই নাই, কৃপা-প্রকাশের ইচ্ছাও করেন নাই; তথাপি কৃপার মতনই ফল ফলিল)।

১১৩। **অন্তর্ভাব**—অন্তরের ভাব।

না পায় অন্তর্ভাব—অন্তরের কথা জানিতে পারে না।

কোনও কোনও গ্রন্থে **"অন্তর্ভাব"** স্থলে "অনুভাব" পাঠান্তর আছে; **অনুভাব**- প্রভাব; অভিপ্রায়ের নিশ্চয় (শব্দকল্পদ্রুম)।

১১৪। **রাজার চরিত্র**—রাজার আচরণ। গোপীনাথ-সম্বন্ধে রাজা যাহা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সমস্ত কথা।

১১৫। **রাজপ্রতিগ্রহ**—রাজার নিকট হইতে দান গ্রহণ।

প্রভু মনে করিয়াছেন—"রাজা যে গোপীনাথকে দুইলক্ষ কাহন ছাড়িয়া দিলেন, দ্বিগুণ বেতন দেওয়ার অঙ্গীকার করিলেন এবং মালজাঠ্যাদণ্ডপাট দিলেন, রাজা এই সমস্তই করিলেন কেবল প্রভুর দিকে চাহিয়াই; গোপীনাথ প্রভুর সেবক; গোপীনাথের প্রতি কৃপা না দেখাইলে প্রভু অসন্তুষ্ট হইবেন, তাই রাজা এই অনুগ্রহ দেখাইলেন। সুতরাং গোপীনাথকে রাজা যাহা দিলেন, তাহা বাস্তবিক গোপীনাথকে নহে, প্রকারান্তরে প্রভুকেই দেওয়া হইয়াছে"—কাশীমিশ্রের কথা শুনিয়া প্রভু এইরূপই মনে করিলেন; তাই একটু ওলাহন দিয়া প্রভু কাশীমিশ্রকে বলিলেন "মিশ্র! তুমি

মিশ্র কহে—শুন প্রভু ! রাজার বচন।
অকপটে রাজা এই কৈল নিবেদন— ॥ ১১৬
প্রভু মতি জানে রাজা আমার লাগিয়া।
দুইলক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেন ছাড়িয়া ॥ ১১৭
ভবানন্দের পুত্রসব মোর প্রিয়তম।
ইহাসভাকারে মুঞি দেখোঁ আত্মসম ॥ ১১৮
অতএব যাহাঁ-যাহাঁ দেও অধিকার।
খায় পিয়ে লুটে বিলায়, না করোঁ বিচার ॥ ১১৯
রাজ মহিন্দার রাজা কৈলু রামানন্দ রায়।
যে খাইল, যেবা দিল, নাহি লেখাদায় ॥ ১২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এ কি করিলে ! আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, শেষকালে তুমি আমাকে রাজার দান গ্রহণ করাইলে ? আমার আশ্রমের মর্য্যাদা নষ্ট করাইলে ?”

১১৬। মিশ্র কহে ইত্যাদি—প্রভুর কথা শুনিয়া কাশীমিশ্র বলিলেন—“প্রভো ! তোমার মুখ চাহিয়াই যে রাজা গোপীনাথকে ক্ষমা করিয়া দ্বিগুণ বর্ত্তন এবং নেতধটী দিয়াছেন, তাহা নহে ; ভবানন্দরায়ের পুত্রগণ রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র বলিয়াই তিনি গোপীনাথকে অনুগ্রহ করিয়াছেন ; সুতরাং তোমাকে রাজার দান গ্রহণ করিতে হয় নাই। এসম্বন্ধে রাজা স্বয়ং অকপট চিত্তে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি, শুনিলেই সব বুঝিতে পারিবে।”

অকপটে—সরল চিত্তে।

১১৭। “প্রভু মতি জানে” হইতে আট পয়ারে রাজার কথা প্রভুর চরণে কাশীমিশ্র নিবেদন করিতেছেন।

মতি জানে—না জানে। হিন্দী “মৎ” শব্দ হইতে মতি শব্দ হইয়াছে, ইহার অর্থ—না। **প্রভু মতি জানে**—প্রভু যেন না জানেন ; প্রভু যেন মনে না করেন। **আমার লাগিয়া**—প্রভুর লাগিয়া। কাশীমিশ্র প্রভুকে বলিলেন—প্রভু, রাজা সরলচিত্তে বলিয়াছেন, প্রভুর জন্যই যে রাজা দুইলক্ষ কাহন কৌড়ি ছাড়িয়া দিলেন, ইহা যেন প্রভু মনে না করেন (কৌড়ি ছাড়িবার অন্য কারণ আছে, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে)।

১১৮। মোর প্রিয়তম—আমার (রাজার) অত্যন্ত প্রিয়। **দেখোঁ আত্মসম**—আমার (রাজার) নিজের তুল্য মনে করি।

১১৯। যাঁহা যাঁহা—যেখানে যেখানে। **দেও অধিকার**—ভবানন্দ-রায়ের পুত্রদিগকে অধিকার (শাসন-ভার) দেই। **খায় পিয়ে**—পানাহারে ব্যয় করে ; রাজার প্রাপ্য অর্থ নিজের ভোগ-বিলাসে ব্যয় করে। **লুটে**—লুটপাট করে ; অন্যায়মত আত্মসাৎ করে। **বিলায়**—অপরকে দান করে। **না করোঁ বিচার**—আমি (রাজা) বিচার করিনা। রাজা বলিলেন—“ভবানন্দের পুত্রগণকে যে যে স্থানের শাসনভারই দেই না কেন, তাহারা কেহই আমার ন্যায্য প্রাপ্য টাকা সমস্ত আমাকে দেয়না ; আমার প্রাপ্য টাকাও তাহারা নিজেদের ভোগ-বিলাসে ব্যয় করে, অপরকেও দান করে, তথাপি আমি তাহাদের এই অন্যায় আচরণের কোনও বিচার করি না, ভ্রূক্ষেপও করি না।” ভবানন্দরায়ের পুত্রদের প্রতি রাজার প্রীতি যে কত অধিক, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই এসকল কথা বলা হইতেছে। তিনি তাঁহাদিগকে ‘আত্মসম’ দেখেন ; এই পয়ারে তাহার প্রমাণও দিলেন ; রাজা নিজে যে টাকা ব্যয় করেন, তাহার যেমন হিসাব নিকাশ চাহেন না, নিজের অপব্যয়ের জন্য নিজেকে যেমন রাজদণ্ডে দণ্ডিত করেন না, তদ্রূপ ভবানন্দের পুত্রগণ নিজেদের ভোগবিলাসাদিতে রাজার প্রাপ্য টাকা যাহা ব্যয় করেন, রাজা তজ্জন্য তাঁহাদের কোনও কৈফিয়ৎ চাহেন না, কোনও হিসাব-নিকাশ দেখেন না, অপব্যয়ের জন্য তাঁহাদিগকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করেন না।

১২০। রাজমহিন্দার—রাজমহেন্দ্রী-নামক স্থানের। **রাজা কৈলু** ইত্যাদি—আমি (রাজা) রামানন্দ-রায়কে রাজমহেন্দ্রী নামক স্থানের রাজা করিলাম (ঐ স্থানের শাসন-কর্ত্তারূপে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলাম)। **যে খাইল** ইত্যাদি—কিন্তু রাজমহেন্দ্রী হইতে রামানন্দরায় নিজে বা কতটাকা আত্মসাৎ করিলেন, আর আমার (রাজার) সরকারেই বা কত টাকা দিলেন, তাহার কোনও হিসাবপত্রই নাই ; হিসাবপত্রের জন্য রামানন্দকে আমি দায়ীও করি

গোপীনাথ এইমত বিষয় করিয়া।
দুই চারি লক্ষ কাহণ রহে ত খাইয়া॥ ১২১
কিছু দেয়, কিছু না দেয়, না করি বিচার।
জানাসহিত অপ্রীতে দুঃখ পাইল এইবার॥ ১২২
জানা এত কৈল, ইহা মুঞি নাহি জানো।
ভবানন্দের পুত্রসব আত্ম করি মানো॥ ১২৩
তাঁর লাগি দ্রব্য ছাড়োঁ, ইহা মতি জানে।
সহজেই মোর প্রীত হয় তাঁর সনে॥ ১২৪

শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ।
হেনকালে আইল্ তাহাঁ রায় ভবানন্দ॥ ১২৫
পঞ্চপুত্রসহ আসি পড়িলা চরণে।
উঠাইয়া প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে॥ ১২৬
রামানন্দরায়-আদি সভাই মিলিলা।
ভবানন্দরায় তবে বলিতে লাগিলা—॥ ১২৭
তোমার কিঙ্কর এই সব মোর কুল।
এ বিপত্ত্যে রাখি প্রভু! পুন নিলে মূল॥ ১২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাই। **লেখাদায়**—হিসাব পত্রের দায়িত্ব। **নাহি লেখা দায়**—হিসাব-পত্রের দায়িত্ব নাই; হিসাব-পত্রের নিকাশ চাওয়াও হয় নাই।

১২১-২২। রাজা বলিলেন—"রামানন্দরায়ের যেরূপ ব্যবহার, গোপীনাথেরও সেইরূপ ব্যবহার। আমার প্রাপ্য টাকা, আমাকেও কিছু দেয়, নিজেও কিছু খায়; আমার প্রাপ্য টাকার মধ্যে দুই চারি লক্ষ কাহন, গোপীনাথ প্রায় সকল সময়েই নিজে খাইয়া থাকে। তথাপি আমি তাহাকে কিছু বলি না। এইবারও যে গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইয়া দুঃখ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও বাস্তবিক তাহার নিকট প্রাপ্য টাকার জন্য নহে; বড় জানার সহিত গোপীনাথের একটু অপ্রীতি হইয়াছিল বলিয়াই বড় জানা তাহাকে এই কষ্ট দিয়াছে। বড় জানা যে তাহাকে চাঙ্গে চড়াইয়াছে, একথাও আমি যথাসময়ে জানিতে পারি নাই।" **জানা সহিত**—বড় রাজপুত্রের সহিত। **অপ্রীতে**—মনোমালিন্য হওয়ায়।

১২৪। **তাঁর লাগি**—প্রভুর লাগি; প্রভুর মুখ চাহিয়া। **দ্রব্য ছাড়োঁ**—আমার (রাজার) প্রাপ্য টাকা ছাড়িয়া দেই। **ইহা মতি জানে**—প্রভু যেন এইরূপ মনে না করেন। **সহজেই**—স্বভাবতঃই। **প্রীত হয় তাঁর সনে**—গোপীনাথের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে।

এই পয়ার পর্য্যন্ত রাজার উক্তি শেষ হইল।

১২৬। ভবানন্দের পঞ্চপুত্রের নাম—রামানন্দরায়, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি এবং বাণীনাথ নায়ক (১।১০।১৩১)।

১২৮। **কিঙ্কর**—দাস, ভৃত্য। **মোর কুল**—আমার বংশ; আমার বংশের সকলে। **বিপত্ত্যে**—বিপত্তিতে, বিপদে (চাঙ্গে চড়ান)। **পুনঃ**—আবার; কিঙ্করত্বে অঙ্গীকার করিয়া একবার এবং গোপীনাথের বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া আর একবার। **মূল**—বিপত্তির মূল; বিপদের মূল। অহমিকা বা আমিত্বই জীবের সকল রকম বিপদের মূল। **পুনঃ নিলে মূল**—পুনরায় বিপত্তির মূল নিলে (উৎপাটিত করিলে); ভবানন্দ রায় বলিলেন—"প্রভু! জীবের অহঙ্কারই জীবের যত বিপদের মূল; তোমাতে সম্যক্‌রূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে আর এই অহঙ্কার থাকেনা, সুতরাং কোনও বিপদ্‌ও থাকেনা। কৃপাপূর্ব্বক তুমি আমাদিগকে তোমার কিঙ্করত্বে অঙ্গীকার করিয়া তোমার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের ইঙ্গিতই দিয়াছ; কিন্তু মূঢ় আমরা তথাপি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞান হারাইয়া ফেলি; তাই নানাবিধ বিপদ্ আসিয়া আমাদিগকে বিব্রত করিয়া তোলে। তোমার কিঙ্কর জ্ঞানে তুমিই প্রভু কৃপা করিয়া এই বিপদেও আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছ—তোমার কৃপা এবং আমাদের সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণের প্রয়োজনীয়তা এইবারই আমরা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিলাম; তোমার কৃপাতেই এইবার আমরা সমস্ত বিপদের মূল অহঙ্কারের বিষময় ফলের কথা উপলব্ধি করিতে পারিয়া অহঙ্কার-ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। প্রভু!

ভকতবাৎসল্য এবে প্রকট করিলা।
পূর্ব্বে যেন পঞ্চপাণ্ডব বিপদে তারিলা ॥ ১২৯
নেতধটী মাথায় গোপীনাথ চরণে পড়িলা।
রাজার বৃত্তান্ত কৃপা সকলি কহিলা ॥ ১৩০
বাকী কৌড়ি বাদ দ্বিগুণ বর্ত্তন করিল।
পুন বিষয় দিয়া নেতধটী পরাইল ॥ ১৩১
কাহাঁ চাঙ্গের উপর সেই মরণ-প্রমাদ।
কাহাঁ নেতধটী এই, এ সব প্রসাদ ॥ ১৩২
চাঙ্গের উপর তোমার চরণ ধ্যান কৈল।
চরণস্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইল ॥ ১৩৩
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাইয়া ॥ ১৩৪
কিন্তু তোমাস্মরণের এই নহে মুখ্যফল।
ফলাভাস এই যাতে বিষয় চঞ্চল ॥ ১৩৫
রামরায়ে বাণীনাথে কৈলে নির্ব্বিষয়।
সেই কৃপা মোতে নাহি, যাতে ঐছে হয় ॥ ১৩৬
শুদ্ধ কৃপা কর গোসাঞি! ঘুচাহ বিষয়।
নির্ব্বিণ্ণ হইলুঁ, মোরে বিষয় না হয় ॥ ১৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কিঙ্করত্বে অঙ্গীকার করিয়া একবার এবং এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া আর একবার তুমি আমাদের বিপত্তির মূল অহঙ্কারের মূলোৎপাটন করিয়াছ।”

১২৯। **ভকতবাৎসল্য**—ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ। **পঞ্চপাণ্ডব** ইত্যাদি—জতুগৃহ-দাহাদিরূপ বিপদ্ হইতে পঞ্চপাণ্ডবকে উদ্ধার করিলে।

১৩০। **নেতধটী** ইত্যাদি—নেতধটী মাথায় করিয়াই গোপীনাথ প্রভুর নিকটে আসিয়াছিলেন এবং নেতধটী মাথায় করিয়াই তিনি প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন; **রাজার বৃত্তান্ত কৃপা**—রাজার কথা এবং রাজার কৃপার কথা।

১৩১। **বাকী কৌড়ি বাদ**—আমার নিকট রাজার যে টাকা পাওনা ছিল, তাহা রাজা ছাড়িয়া দিলেন।

১৩৩। **তোমার চরণ**—প্রভুর চরণ।

১৩৪। **প্রশংসে**—প্রশংসা করে। **কৃপা-মহিমা**—কৃপার মাহাত্ম্য। **গাইয়া**—গান করিয়া; কীর্ত্তন করিয়া।

১৩৫। **এই নহে মুখ্য ফল**—দ্বিগুণ-বর্ত্তন এবং নেতধটী লাভই তোমার শ্রীচরণ-স্মরণের মুখ্য ফল নহে; ইহা বাস্তবিক চরণ-স্মরণের ফলও নহে, ফলের আভাস মাত্র। **ফলাভাস**—ফলের আভাস; যাহা দেখিতে চরণ-স্মরণের ফল বলিয়াই মনে হয়, বাস্তবিক যাহা চরণ-স্মরণের ফল নহে, তাহাকেই ফলাভাস বলে। **যাতে**—যেহেতু। **বিষয় চঞ্চল**—বিষয় অনিত্য। **যাতে বিষয় চঞ্চল**—দ্বিগুণ-বর্ত্তন-নেতধটী লাভ আদি ঐহিক বিষয় অনিত্য; শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-স্মরণের ফলে অনিত্য বস্তু লাভ হইতে পারে না, তাহার ফলে নিত্যবস্তু প্রেম এবং ভগবৎ-সেবাই পাওয়া যায়; সুতরাং দ্বিগুণ-বর্ত্তনাদি চরণ স্মরণের ফল নহে, ফলাভাস মাত্র।

১৩৬। নিজের বিষয় ছাড়াইবার নিমিত্ত গোপীনাথ প্রভুর চরণে প্রার্থনা জানাইতেছেন (দুই পয়ারে)।

নির্ব্বিষয়—বিষয়শূন্য; রামরায় ও বাণীনাথের বিষয় ছাড়াইয়া দিলে। **মোতে**—আমাতে, আমার প্রতি। **যাতে**—যেই কৃপাতে। **ঐছে**—ঐরূপ নির্ব্বিষয়।

প্রভু, তোমার যেরূপ কৃপায় রামরায় ও বাণীনাথ বিষয় ছাড়িতে পারিয়াছেন, আমার প্রতি তোমার সেইরূপ কৃপা নাই।

১৩৭। **শুদ্ধ কৃপা**—যে কৃপার সহিত বিষয়ের সংশ্রব নাই, যাহা বিষয়ের সম্পর্করূপ মলিনতাবর্জ্জিত, তাহাই শুদ্ধ কৃপা। ভগবৎকৃপা-লাভের নিমিত্ত, ভগবৎপ্রেম ও ভগবৎসেবা লাভের নিমিত্ত যে কৃপা, তাহাই শুদ্ধকৃপা। **নির্বিণ্ণ হইলুঁ**—নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলাম। বিষয়ভোগে যে অত্যন্ত দুঃখ, বিষয়-ভোগ করিতে করিতেই তাহা আমি

প্রভু কহে—সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন।
কুটুম্ববাহুল্য তোমার, কে করে ভরণ ?॥ ১৩৮
মহা বিষয় কর, কিবা বিরক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ মোর নিজদাস॥ ১৩৯
কিন্তু এক করিহ মোর আজ্ঞা পালন—।
ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন॥ ১৪০
রাজার মূলধন দিয়া, যে কিছু লভ্য হয়।
সেইধন করিহ নানা ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয়। ১৪১
অসদ্ব্যয় না করিহ, যাতে দুইলোক যায়।
এতবলি সভারে প্রভু দিলেন বিদায়॥ ১৪২
রায়ের ঘরে প্রভুর কৃপাবিবর্ত্ত কহিল।
ভক্তবাৎসল্যগুণ যাতে ব্যক্ত হৈল॥ ১৪৩
সভায় আলিঙ্গিয়া প্রভু বিদায় যবে দিলা।
হরিধ্বনি করি সব ভক্ত উঠি গেলা॥ ১৪৪
প্রভুর কৃপা দেখি সভার হৈল চমৎকার।
তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার॥ ১৪৫
তারা সব যদি কৃপা করিতে সাধিল।
'আমা হৈতে কিছু নহে' তবে প্রভু কৈল॥ ১৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বুঝিতে পারিয়াছি এবং বুঝিতে পারিয়া, পুনরায় বিষয়ের মধ্যে পতিত হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। **মোরে বিষয় না হয়**—আমার দ্বারা বিষয়-কর্ম্ম আর চলিবে না।

১৩৮। **সন্ন্যাসী**—বিষয়ত্যাগী। **কুটুম্ব বাহুল্য**—বহুসংখ্যক আত্মীয়-স্বজন, যাহাদিগকে নিজেদের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত তোমাদের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। **কে করে ভরণ**—কে তাহাদের ভরণ-পোষণ করিবে ?

এই পয়ারের ধ্বনি হই যে—যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে আছেন, আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত তাঁহাদিগের পক্ষে প্রয়োজনানুরূপ অর্থোপার্জ্জন করা দরকার।

১৩৯। **মহাবিষয় কর**—খুব বড় বড় বিষয়কর্ম্মই কর। **কিবা বিরক্ত উদাস**—অথবা, নিষ্কিঞ্চনই হও, কিম্বা উদাসীনই হও। **তুমি পঞ্চ**—তোমরা পাঁচ ভাই।

১৪০। "কিন্তু এক" ইত্যাদি তিন পয়ারে, গৃহস্থ-বৈষ্ণব কি ভাবে ধন উপার্জ্জন করিবেন এবং কিভাবে তাহা ব্যয় করিবেন, গোপীনাথ-পট্টনায়কের উপলক্ষ্যে প্রভু তাহাই শিক্ষা দিতেছেন। প্রত্যেকের ন্যায্য প্রাপ্য তাহাকে দিবে ; সঙ্গত উপায়ে নিজের যাহা লাভ থাকে, তাহাই ধর্ম্ম-কর্ম্মে ব্যয় করিবে, কখনও অসদ্ব্যয় করিবে না।

রাজার মূলধন—রাজার প্রাপ্য কর ইত্যাদি।

১৪১। **রাজার মূলধন দিয়া**—রাজার প্রাপ্য টাকা রাজাকে শোধ করিয়া দেওয়ার পরে।

১৪২। **যাতে**—যে অসদ্ব্যয়ে। **দুই লোক যায়**—ইহলোক ও পরলোক ; লোকনিন্দাদি বশতঃ ইহলোক নষ্ট হয়, আর পাপবশতঃ পরলোক নষ্ট হয়।

১৪৩। **রায়ের ঘরে**—ভবানন্দ-রায়ের গৃহে। **বিবর্ত্ত**—নৃত্য (ইতি বিশ্ব) ; ভঙ্গী, বৈচিত্রী। **কৃপা-বিবর্ত্ত**—কৃপার নৃত্য, কৃপার ভঙ্গী, কৃপার বৈচিত্রী।

অথবা, **বিবর্ত্ত**—বিপরীত, উল্টা, বৈপরীত্য। **কৃপা-বিবর্ত্ত**—কৃপার বিপরীত বস্তু। কৃপার বিপরীত বস্তু হইল ঔদাসীন্য এবং ক্রোধ। গোপীনাথ-পট্টনায়কের বিপদের কথা তাঁহার লোক আসিয়া যখন প্রভুকে জানাইল, তখন প্রভু প্রথমে ঔদাসীন্য দেখাইলেন (৩।৯।৩০-৩৪) এবং পরে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন (৩।৯।৩৭)। ইহাই কৃপার বিপরীত বস্তুর প্রকাশ, কৃপাবিবর্ত্ত।

অথবা, **বিবর্ত্ত**—ভ্রম। **কৃপাবিবর্ত্ত**—কৃপাবিষয়ে ভ্রম ; কৃপাতে অকৃপার (ঔদাসীন্যের এবং ক্রোধের) ভ্রম। প্রভুর ঔদাসীন্য এবং ক্রোধ বাস্তবিক ঔদাসীন্য এবং ক্রোধ ছিল না ; তাঁহার কৃপাকেই বহির্দৃষ্টিতে ঔদাসীন্য এবং ক্রোধ বলিয়া ভ্রম করা হইয়াছে। ঔদাসীন্য এবং ক্রোধের আকারে প্রভুর কৃপাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

১৪৬। **তারা সব**—প্রভুর সমস্ত পার্ষদগণ। **কৃপা করিতে**—গোপীনাথ-পট্টনায়ককে কৃপা করিতে ;

গোপীনাথের নিন্দা আর আপন নির্বেদ।
এইমাত্র কৈল, ইহার না বুঝিবে ভেদ॥ ১৪৭
কাশীমিশ্রে না সাধিল, রাজারে না সাধিল।
উদ্‌যোগ বিনা মহাপ্রভু এত ফল দিল॥ ১৪৮
চৈতন্যচরিত্র এই পরম গম্ভীর।
সে-বুঝে, তাঁর পদে যার মন ধীর॥ ১৪৯
যেই ইহা শুনে প্রভুর ভক্তবাৎসল্যপ্রকাশ।
প্রেমভক্তি পায়, তার বিপদ যায় নাশ॥ ১৫০
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৫১

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে গোপী-
নাথ-পট্টনায়কোদ্ধারো নাম
নবমপরিচ্ছেদঃ॥ ৯

——

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিপদ্ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে। **সাধিল**—অনুনয়-বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করিল। **তবে**—সেই সময়ে; তাঁহাদের প্রার্থনার উত্তরে।

১৪৭। ভক্তগণ যখন গোপীনাথের প্রতি কৃপা করার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন প্রভু কেবল গোপীনাথের নিন্দা এবং স্বীয় নির্ব্বেদই প্রকাশ করিলেন; অন্য কিছু বলিলেন না; এরূপ করার গূঢ় তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝা যায় না।

ভেদ—বিভিন্নতা; আচরণের বিভিন্নতার মর্ম্ম। **না বুঝিবে ভেদ**—প্রভুর আচরণের বিভিন্নতার মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না। গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইবার সংবাদ যখন প্রভু পাইলেন, তখন কেবল ঔদাস্য—গোপীনাথের নিন্দাই—প্রকাশ করিলেন; কিন্তু ১৩৯ ১৪২ পয়ারে গোপীনাথ-সম্বন্ধে প্রভু যাহা বলিলেন, তাহাতে ঔদাস্যের লেশ-মাত্রও নাই, বরং বিশেষ অনুগ্রহই প্রকাশ পাইতেছে; গোপীনাথ-সম্বন্ধে প্রভুর আচরণের এইরূপ বিভিন্নতার রহস্য বুঝিবার উপায় নাই।

১৪৮। উদ্যোগ—বাহিরের চেষ্টা। **কাশীমিশ্রে না সাধিল**—রাজার নিকট অনুরোধ করার নিমিত্ত কাশীমিশ্রকেও প্রভু কিছু বলিলেন না।

"তারা সব যদি কৃপা" হইতে "এত ফল দিল" পর্য্যন্ত প্রভুর কৃপার ভঙ্গী এবং আচরণের দুর্বোধ্যতা দেখাইতেছেন।

১৪৯। ধীর—স্থির। যাঁহার চিত্ত স্থিরভাবে, অবিচলিত ভাবে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-কমলে নিবিষ্ট আছে, একমাত্র তিনিই গৌরের লীলার রহস্য বুঝিতে সমর্থ; অন্য কেহই তাঁহার লীলার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে না।

——০——